প্রশ্ন : মোগল আমলে কৃষক বিদ্রোহে বর্ণ ও ধর্মের ভূমিকা কতদূর কার্যকর ছিল ?

উত্তর : মোগল যুগে কৃষক বিদ্রোহগুলি সমাজের রাজনৈতিক সচেতনা বা শ্রেণি চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়নি। অতিরিক্ত করভার, শোষণ, অত্যাচার, বাঁচার জন্য ন্যূনতম সংস্থানের প্রয়োজন, স্থানীয় জমিদারদের প্রেরণা ইত্যাদি নানা বিষয় মোগল যুগে কৃষক শ্রেণিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলিকে প্রসারিত করতে বর্ণ বা জাতপাত ও ধর্ম বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। এই কারণে অধ্যাপক ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন, 'জমিদারি স্বত্ব যেভাবে এসেছিল, তারই ফলে নানান জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে জমিদারী অধিকারের আঞ্চলিক বিভাগ দেখা দেয়।'

ড়ে উঠেছিল। জাঠ-কৃষকদের মোগল জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে সাহায্য কর
াভা সিংহের বিদ্রোহে বাগদি বা কোলিদের বিদ্রোহেও বর্ণ বা জাতির ভূমিকার আভাস পাও
ায়। অর্থাৎ জাতিগত ঐক্য নিঃসন্দেহে এক ধরণের সংহতি এনে দিয়েছিল। একথা সত্য
জমিদাররা অনেক সময় বর্ণ ব্যবস্থার সংযোগে একই বর্ণভুক্ত রায়তের সমর্থন প্রত্যাশা কর
পারতেন। অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের মতে, *'গোটা মধ্যযুগ ধরে সামাজিক সম্পর্কের ওপ
কর্তৃত্ব স্থাপন করে জাতে ওঠার প্রবণতা জমিদার শ্রেণির মধ্যে ছিল এবং একাজে তারা বর্ণ
জাতের মিলনের তত্ত্ব প্রচার করে একই বর্ণভুক্ত রায়তদের সমর্থন আদায় করতেন।'*

দেখা গেছে দেশের কোন একটি অংশে কোন বিশেষ জাত বা বর্ণের লোক বিদ্রো
করলে অন্যান্য অংশের সমবর্ণের লোকেরাও বিদ্রোহীদের সমর্থন করত। বর্ণ বা জাতের বন্ধ
কৃষক বিদ্রোহগুলিকে সমগোত্রীয় লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু
ব্যবস্থাভিত্তিক আন্দোলন মধ্যযুগের কৃষক আন্দোলনগুলিকে অনেকটা সমঝোতামূলক ও স্তি
করেছিল। কারণ এজাতীয় আন্দোলনে অন্য বর্ণের লোকদের যোগ দিতে বাধা দিয়েছে। আ
এইসব আন্দোলনের পক্ষে আপোসমূলক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ যে মুহূ
আন্দোলনের এক গোষ্ঠী জাতে ওঠার কথা চিন্তা করে, অমনি কায়েমি ব্যবস্থার মধ্যেই
স্থান খোঁজে।

তাই উৎপাদন ব্যবস্থা বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেতনা সে আন্দোল
আর থাকে না। সমস্ত আন্দোলনটাই একান্তভাবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তাই শিখ বিদ্রো
দমনে মোগলের সহযাত্রী হতে চূড়ামন জাঠ বা ছত্রশাল বুন্দেলা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে
মারাঠা নেতা সদাশিবরাও ভাও ও আফগান আহম্মদ শাহ আবদালির মধ্যে পাঞ্জাবের কৃষকে
কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না। অধ্যাপক গৌতম ভদ্র বলতে চেয়েছেন, 'তাই বর্ণ এক পক্ষ
কৃষক আন্দোলনে সংহতি আনে। কিন্তু আবার এই ব্যবস্থার জন্য উচ্চতর একটি শোষক শ্রে
নেতৃত্ব আন্দোলনে তুলনামূলক ভাবে অনেক তাড়াতাড়ি কায়েম হয়। ফলে অন্য বর্ণ বা জাতি
কৃষকদের সহানুভূতি ও সমর্থন তাই এ জাতীয় আন্দোলন পায় না।'

অস্বীকার করা যাবে না যে মোগল যুগে কৃষক বিদ্রোহে ধর্মেরও ভূমিকা ছিল। পঞ্চ
শতকের শেষদিকে যে বিরাট ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। একেশ্বরবাদী, জাতিভেদ-বিরোধী, বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধী ও সমত
বিশ্বাসী ছিল এই সব সম্প্রদায়গুলি। এরা চরমভাবে পুরোহিততন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানকে অস্বী
করেছিল। কবীর, নানক, তুকারাম, নামদেব প্রমুখ প্রচারকরা সরাসরিভাবে কোন মত প্র
করেননি। এমনকি রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে কোন রকম জঙ্গী আন্দোলনের কথাও তাঁরা বলেন
তাহলেও দেখা যায় কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সৎনামী
শিখদের বিদ্রোহের পশ্চাতে সম্প্রদায়গত ঐক্যবোধ কাজ করেছিল।

আরও দেখা যায়, মধ্যযুগের বাতাবরণে ধর্মের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ধর্মীয় উৎসব বা
ংগঠন সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ ঘটায়। কৃষকদের নিকট ধর্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু
র্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে গ্রামীণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি
ষকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, যা অস্বীকার করা যায় না। সেই সময় কয়েকটি কৃষক
দ্রোহে ধর্মের অপরিসীম প্রভাব ছিল।

ইতিহাস দেখিয়েছে ধর্মীয় আন্দোলনের উন্মাদনা এক ধরণের সংকীর্ণতার জন্ম দেয়।
ক ধর্ম অন্য ধর্মমতকে সহ্য করতে পারে না। ধর্মভিত্তিক কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এটা
লক্ষ্য করা যায়। বান্দা খালসা শিখদের হয়ে রামাইয়া শিখদের ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করেননি।
র্মের নানা ধরণের ভূমিকা কৃষক সমাজে থাকে, তা সংহতি আনতে পারে আবার বিভেদও
সৃষ্টি করতে পারে। তাই দেখা যায় ধর্মীয় কারণে শিখ কৃষকরা যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি
তাদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের সমবেত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও মোগল শাসকদের
পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল।